রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বীমা বার্তা

এপ্রিল - জুন' ২০২৩

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর মুখপত্র

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বীমা বার্তা

এপ্রিল - জুন' ২০২৩

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বীমা বার্তা

সম্পাদকঃ

সুপ্রতিভ হালদার
ম্যানেজার
জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদঃ

মাহবুব সোবহান সুমন
ডেপুটি ম্যানেজার
মানব সম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান
ডেপুটি ম্যানেজার
অডিট এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ জাহিদুল আরেফিন
ডেপুটি ম্যানেজার
জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ আরিফুর রহমান
জুনিয়র অফিসার
জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা যে কোন লেখার বিষয়ে সম্পাদক দায়ী নয়।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক
৩৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত
যোগাযোগঃ ৪১০৫১৬২২
ই-মেইলঃ sbcprd1973@gmail.com

বীমা বার্তা'র উপদেষ্টা মন্ডলী

প্রধান উপদেষ্টাঃ

সৈয়দ বেলাল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব)

উপদেষ্টামন্ডলীঃ

জ্যোৎস্না বিকাশ চাকমা
জেনারেল ম্যানেজার
মানব সম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ওয়াসিফুল হক
জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস, ঢাকা।

বিবেকানন্দ সাহা
জেনারেল ম্যানেজার
পুনঃবীমা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

এস. এম. শাহ আলম
জেনারেল ম্যানেজার
দাবী, ইসিজি, বিপণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ সেলিম
জেনারেল ম্যানেজার
অর্থ ও হিসাব বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

খসরু দস্তগীর আলম
জেনারেল ম্যানেজার
সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

১ মে ২০২৩ ছিল মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। ১৮৮৬ সালের এ দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ঐ দিন তাদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আন্দোলনে শ্রমিকদের অধিকারের স্বীকৃতি মিললেও আজও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন করতে হয়। দেশে দেশে শ্রমিকরা আজও বঞ্চিত, নিগৃহীত। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আত্মত্যাগের এ দিনকে তখন থেকেই সারা বিশ্বে 'মে দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'।

১৪ মে ২০২৩ তারিখ উদ্‌যাপিত হলো সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩ - ২০২৩)। ১৯৭৩ সালের ১৪ মে বীমা কর্পোরেশন আইন ১৯৭৩ এর অধীনে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বাংলাদেশের একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে।

সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় ট্রেনিং সেন্টারে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোঃ জিয়াউল ইসলাম। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ বেলাল হোসেন।

সুবর্ণজয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সবাইকে সুবর্ণজয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন

১৪ মে ২০২৩ তারিখ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৫০ (পঞ্চাশ) বছর পূর্ণ করেছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর প্রতিষ্ঠার ৫০ (পঞ্চাশ) বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কৃচ্ছ্রতাসাধন পূর্বক স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। এরপর কর্পোরেশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন এবং কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় অবস্থিত ট্রেনিং সেন্টারে কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলাম ও সভার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ বেলাল হোসেন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং এর পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় ।

সভায় প্রধান অতিথি মোঃ জিয়াউল ইসলাম বলেন, আমি নিজেকে গর্বিত বোধ করছি যে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে লাভজনক এমন একটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তীতে উপস্থিত থাকতে পেরেছি। তিনি সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহক সন্তুষ্টির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে প্রথমেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, গত ২০২১ সনে নীট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৩৫৯ কোটি টাকা এবং ২০২২ সনে তা উন্নীত হয়ে ৩৮২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। এ ধারা অব্যাহত রেখে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনানুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। ২০২৩ সনের প্রথম প্রান্তিকে প্রিমিয়াম আয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে রেকর্ড ভঙ্গ করে ১৬৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। সুবর্ণজয়ন্তীতে এটাই সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের বড় অর্জন। পরিশেষে, তিনি কর্পোরেশনের সার্বিক উন্নয়ন ও উপস্থিত সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমাঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রান্তিক কৃষকের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা

মোঃ আবদুল করিম

ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
বিপণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ বিভাগ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের প্রায় ৪০%-এর বেশি জনগণ সরাসরি কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটা প্রকৃতি নির্ভর। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রায় প্রতি বছর সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি উৎপাদন যেমন ব্যাহত হয় তেমনি কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রায়শই নিঃস্ব সর্বশান্ত হয়ে হাহাকার করতে থাকে। গত ২০ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৯৫ জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ২৭%। অথচ ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৬.৩%, ২০১৮ সালে ১৩.৭% এবং ২০১৯ সালে আরো করে দাঁড়ায় ১২.৬৮%। বলা বাহুল্য এর প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। তবে কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকারের নানামূখী উদ্যোগের ফলে এদেশের কৃষি সেক্টর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ২০২১ সালে দেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.২৩%-এ উন্নীত হয়। ব্যাপক জনগোষ্ঠি ও তাদের মৌলিক এই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি অনাবৃত রেখে দেশের Sustainable Development সম্ভব নয়। তাই জলবায়ু পরিববর্তন-এর প্রভাব জনিত সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ঝুঁকি রূপান্তরপূর্বক দেশে কৃষি তথা শস্য বীমা চালু করে এগিয়ে নেয়া সময়ের দাবী।

বাংলাদেশে শস্য বীমার গোড়ার কথা

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বীমা সেবার বাহিরে থাকায় বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতিতে নন-লাইফ ইন্সুরেন্সের পেনিট্রেশনের হার খুবই নগ্যন্য। যদিও কৃষি দেশের অর্থনীতির প্রধান খাত, তথাপি মটর, নৌ, অগ্নিবীমা যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেই তুলনায় কৃষি বীমা কৃষকদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম ট্রেডিশনাল শস্য বীমা চালু করে। কিন্তু অতিমাত্রায় অপারেশনাল কস্ট, মর‍্যাল হ্যাজার্ড, জনসচেতনতা অভাব এবং পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারনা অভাবে কৃষকদের মধ্যে কৃষি বীমার চাহিদা গড়ে উঠেনি। তাছাড়া প্রায় প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণে সহজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না থাকার ফলে দাবী পরিশোধের হার হয়ে উঠে অসহনীয় (প্রায় ৫০০%) ফলশ্রুতিতে কৃষি বীমা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চালুর চেষ্টা করলেও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি বেসরকারী নন-লাইফ বীমা কোম্পানী থাকলেও ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষি বীমা প্রচলনে কোন কোম্পানি এগিয়ে আসেনি। তবে আশার কথা হলো ২০১৪ সালের পরে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পাশাপাশি দু-একটি বীমা কোম্পনি শস্য বীমা প্রচলনের কাজ শুরু করেছে।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রচলন ও জনমূখী করার লক্ষ্যে সম্প্রতি গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমার ধারণা ঃ

জলবায়ু পরিববর্তন-এর প্রভাব জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ট্রেডিশনাল শস্য বীমার সমস্যা ও বাঁধার বিষয়গুলি বিবেচনা নিয়ে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা হতে পারে কৃষি সেক্টরের আবহাওয়া জনিত ঝুঁকি স্থানান্তরের একটি কার্যকর হাতিয়ার।

- আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি গাণিতিক ধারণা। মেট্রোলজিস্ট ও এ্যগ্রোনোমিস্টের পরামর্শ মোতাবেক অতীতের ২০-৩০ বৎসরের আবহাওয়া ডাটা ও ফসল উৎপাদনে ডাটার তুলনামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে বীমা প্রোডাক্ট প্রণয়ন করা হয় এবং লস রেসিও অনুযায়ী প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ করা হয়।

- একটি নির্দিষ্ট স্থানের আবহাওয়ার তথ্য যেমন- অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, তাপমাত্রা ইত্যাদি রিয়েল টাইম ডাটার সংরক্ষণ ও গণনার ভিত্তিতে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। যা প্রকৃত ক্ষতির নিরীখে নয়।
- আবহাওয়া সূচকভত্তিকি শস্য বীমায় দেখা যায় এটি -
  - সহজ ও স্বচ্ছ পদ্ধতি;
  - দাবী নিরূপণ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ;
  - অতি অল্প সময়ের মধ্যে দাবী পরিশোধ করা যায়;
  - প্রশাসনিক খরচ কম, ফলে প্রিমিয়ামও অপেক্ষাকৃত কম; ও
  - আন্তর্জাতিক পুনঃবীমাকরণের সুবিধা।

এডিবি'র সহায়তায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা'ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদেরকে ক্ষয়ক্ষতিউত্তর স্বাবলম্বী হয়ে তাদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড সচল রাখার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সহযোগিতা করে। পরীক্ষামূলক আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রকল্প বাস্তবায়নে সাবীকের অভিজ্ঞতা নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের আওতায় খরা প্রবণ অঞ্চল হিসাবে রাজশাহী, বন্যা প্রবণ অঞ্চল হিসাবে সিরাজগঞ্জ এবং সাইক্লোন প্রবণ অঞ্চল হিসাবে নোয়াখালী এই ৩টি জেলার ২০টি উপজেলায় ২০টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন (AWS) স্থাপন করা হয়েছে;
- ১৬,৪২৬ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে বিভিন্ন সেমিনার ও FGD'র মাধ্যমে জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি ও কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরীক্ষামূলক আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বীমা সম্পর্কে Sensitize করার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় ৭টি পাইলটিং-এর অধীনে ৯,৭০০ কৃষকের মধ্যে আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বীমার (WIBCI) পলিসি ইস্যু করা হয়েছে;
- ৮,২৩৬ টি পলিসির বিপরীতে কৃষকদেরকে দাবী পরিশোধ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর-এর আবহাওয়া স্টেশন ডাটা, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত AWS ডাটা এবং স্যাটেলাইট ভিত্তিক Remote Sensing ডাটার ভিত্তিতে প্রণীত WIBCI পলিসিতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি (খরা), অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা, ঝড় এবং Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ইত্যাদি ঝুঁকি কভার করে বোরো, আমন, আলু, পটল ও মরিচ মোট ৫টি ফসলকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে;
- দাবীর অংক ছোট ছোট আকারের হওয়ায় মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ) ব্যবহার করে কৃষকদেরকে সহজে ও দ্রুততম সময়ে পরিশোধ করা হয়।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'হাওড় বন্যা সূচক শস্য বীমাঃ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হাওড় এলাকা মেঘালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ঘরে তোলার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে প্রায়শঃ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও অপ্রত্যাশিত পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যা (Flash Flood) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আকস্মিক বন্যার অন্যতম কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত। আর এই বৃষ্টিপাতে সঞ্চিত পানির প্রবাহের একমাত্র পথ হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জলধারা। পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় এই এলাকা মানুষের জীবন-জীবিকা করে তোলে বিপর্যস্ত। তাই পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় (Flash Flood) ফসলের ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ক্ষতিতে রূপান্তর করে হাওড় অঞ্চলের কৃষকদের আর্থিক সার্মথ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনায় সাধারণ বীমা

কর্পোরেশন ২০২০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে 'হাওড় বন্যা সূচক শস্য বীমা'। এ বীমার আওতায় বোরো মৌসুমে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় ২০২০ সালে ৪১৫ জন ও ২০২১ সালে ৫২৫ কৃষককে এই বীমার আওতায় আনা হয়েছে। MODIS Satellite Data ব্যবহার করে আবহাওয়া প্যারামিটার হিসাবে Percent of inundated areas as total geographical area (৩*৩) শস্য ধরে এই বীমা পলিসি প্রণীত হয়েছে।

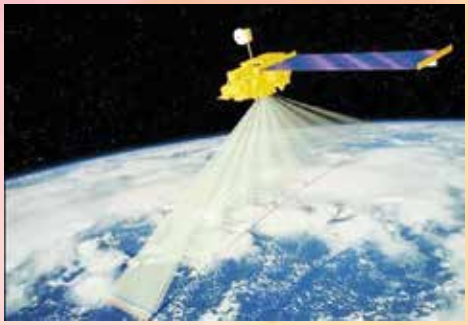

সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন কর্তৃক সুরক্ষা আওতায় গৃহীত পদক্ষেপঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষকদের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সুইস দূতাবাস অর্থায়নে সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন ফর সাসটেইনেবল এ্যাগ্রিকালচার কর্তৃক ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাস্তবায়িত 'Promoting Risk Mitigation Measures for Climate Change Adaptation' (সুরক্ষা)' প্রকল্প আওতায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং গ্রীনডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড পাইলটিং ভিত্তিতে আবহাওয়া সূচক শস্য বীমা পলিসি ইস্যু করেছে। শস্য বীমার আওতায় কৃষকের আমন ধান, বোরো ধান, আলু, ভুট্টা এবং শিম ফসলের ঝুঁকি আবরিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিতরণ চ্যানেল যেমন-ব্র্যাক সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিমিটেড, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, গ্রাম উন্নয়ণ কর্ম (গাক), জিবিকে এন্টারপ্রাইজ এবং ইজেএবি এগ্রো লিমিটেড ইত্যাদি ব্যবহার করে এই আবহাওয়া সূচক শস্য বীমা পলিসি কৃষকদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলাতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সাত হাজারেরও বেশি কৃষককে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে শস্য বীমার গুরুত্ব এবং সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পরিবেশক এবং বীমা কোম্পানির ২৫০ টিরও বেশি কর্মীকে আবহাওয়া সূচক-ভিত্তিক বীমা এবং এর পদ্ধতির উপর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা কৃষকদের কাছে এই বীমা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারনা করছে।

আইএফসি - গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোং কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সার্বিক সহায়তায় বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানী গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোং গ্রিডেড বৃষ্টিপাত-এর উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্রাকারে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু করেছে। তারা ছোট ছোট আকারে কয়েকটি পাইলটিং সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে তারা ক্ষুদ্র পরিসরে শস্য বীমা চালু রেখেছে।

অক্সফাম-প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোং কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

বেসরকারী নন-লাইফ বীমা কোম্পানী প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ আন্তঃর্জাতিক সাহায্য সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পাইলটিং বেসিসে সিরাজগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত ১৪টি গ্রামে ১৬৬১ টি কৃষক পরিবারকে বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে বন্যা সুচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু করেছে। বর্তমানে তারা কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

শস্য বীমা চালুর যৌক্তিকতাঃ

যে কোন সেক্টরকে সফল ও টেকসই বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূপান্তরের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো কার্যকরভাবে ঝুঁকি হ্রাস / স্থানান্তর করা। আর ঝুঁকি স্থানান্তরের প্রধান উপায় হলো বীমা। এ যাবৎ পরিচালিত শস্য বীমা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় এটা প্রতিয়মান হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত কারণে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু রাখা প্রয়োজন।

- ✓ প্রতিনিয়ত আর্থিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা করেও কৃষি সেক্টর আজ বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূপান্তরের জন্য এ জাতীয় শস্য বীমা অত্যন্ত কার্যকর;
- ✓ যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে তা রোধ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বীমা করা থাকলে কৃষকদেরকে অন্তত উৎপাদন খরচের সমপরিমাণ আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। এতে কৃষকদের মনোবল চাঙ্গা থাকবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে;

- ✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষতিগ্রস্থতার অনুপাতে কৃষকেরা যে পরিমাণ ত্রাণ বা সাহায্য পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই যৎসামান্য তাও যথাসময়ে পায় না। তাই রিলিফ বা সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে না থেকে দুর্যোগ পরবর্তীকালে বীমা দাবী থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে;
- ✓ রাষ্ট্র তথা সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে চাপ কমে, বাজেট বহির্ভূত / অতিরিক্ত দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব;
- ✓ ব্যাংক, এনজিও এমএফআই সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কৃষি লোনের রিকভারী রেট ও গুণগত উন্নয়নের পাশাপাশি ঋণগ্রহীতার পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়;
- ✓ বিভিন্ন আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা'র পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে কৃষকের কৃষি আয়ের নিশ্চয়তা ঠিক রাখতে শস্য বীমা অত্যন্ত কার্যকরী।

শস্য বীমা বাস্তবায়েনে প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জঃ

এ যাবৎ পরিচালিত শস্য বীমা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই ধরণের শস্য বীমার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন-বীমা বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব ও নেতিবাচক ধারণা, কৃষকের আর্থিক অসচ্ছলতা, বীমা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব, কারিগরি দক্ষতা ও তথ্যের অভাব, অবকাঠামোর অনুপস্থিতি, যথাযথ বিতরণের মাধ্যম গড়ে না উঠা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের অনাগ্রহ ইত্যাদি।

প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশঃ জাতীয় অর্থনীতি মজবুত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল হানির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি তথা শস্য বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই এই বীমা পরিকল্প বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করতে হলে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলোর উপর জোর দেয়া একান্তভাবে প্রয়োজনঃ

- ➢ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন - ডি.এ.ই, উপজেলা কৃষি অফিস, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি,বাংলাদেশ হাওড় ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, এমএফআই, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এগ্রিগেটদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে কৃষি / শস্য বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। কেননা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের নিকট কৃষি কর্মকর্তাদের ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।
- ➢ শস্য বীমাকে কার্যকর উপায়ে বাস্তবায়নকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় সাবসিডির ব্যবস্থা রাখা এবং প্রিমিয়ামে আরোপিত ভ্যাট মওকুফ করা যেতে পারে। সাবসিডি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে একটি ফান্ড গঠন করে বীমা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কৃষকদের বীমা গ্রহণে আগ্রহী করতে প্রিমিয়ামে আর্থিক সহায়তা হিসাবে ভর্তুকি (Subsidy) প্রদান করা যেতে পারে;
- ➢ শস্য বীমা প্রোডাক্ট ডিজাইন ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সকল ডাটা Free of cost ও সহজবোধ্যভাবে নির্ভুল ডাটা নিশ্চিত করণার্থে একটি কমন ডাটা প্লাটফর্ম (e-Flatform for common Data) তৈরী করা যেতে পারে।
- ➢ বিভিন্ন ব্যাংক এবং এনজিও-এমএফআইকে বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার ও বিতরণকৃত কৃষি ঋণের সাথে শস্য বীমাকে বাধ্যতামূলক বান্ডেল প্রোডাক্ট হিসাবে চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে;
- ➢ প্রিমিয়াম কালেকশন ও উত্থাপিত দাবীর অংক কৃষকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং চ্যানেলকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- ➢ PPP-এর ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানিকে শস্য বীমা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- ➢ শস্য বীমা ও গবাদি পশু বীমা'সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের কৃষি বীমার জন্য কৃষিবান্ধব রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা যেতে পারে; এবং
- ➢ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শস্য বীমা প্রোডাক্ট প্রণয়নপূর্বক Trial & Error এর ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় পাইলটিং বাস্তবায়নপূর্বক হাওড় শস্য বীমার একটি স্থায়ী ও টেকসই মডেল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু করার সম্ভাবনা

দেশের জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। কিন্তু প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্নিঝড়, খরা, বন্যা, Flash flood ইত্যাদি কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের জানমাল ও ফসলাদি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলো আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে একবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে দেখা দেয় সামাজিক অস্থিরতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর আর্থিক দুরবস্থার কারণে কৃষকগণ স্বাভাবিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা পূনর্গঠন করতে পারে না, ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির উপর চাপ পড়ে। এহেন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিগত বছরগুলোতে জিডিপিতে কৃষির অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকায় সরকার দেশের কৃষি উন্নয়নে নানামূখী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ত্রান, নগদ সহায়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি। তবে এই ধরণের পরিস্থিতিতে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষকগণ যদি নিজেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেটাই হলো টেকসই সমাধান। তার জন্য কৃষকদের অনাকাঙ্খিত অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারে অর্থাৎ কৃষি সেক্টরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ক্ষতিতে (Insurable Loss) রূপান্তর করে ঝুঁকি গ্রহণকারী বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাদের ঝুঁকি স্থানান্তর করে আর্থিক ব্যাকআপ দেয় তবেই তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য শস্য বীমা বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে শস্য বীমা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা গেলে দুর্যোগকালীন সময়ে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলেও বীমা থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ক্ষতিপ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহযোগিতা দেয়া সম্ভব হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি বীমা ছড়িয়ে দিতে পারলে এর প্রিমিয়ামের হার কমে আসবে এবং নন-লাইফ বীমা পেনিট্রেশনের হার বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বৈদেশিক পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট পুনঃবীমা করা থাকলে ক্ষয়ক্ষতির উদ্ভব হলে বৈদেশিক পুনঃবীমাকারীর নিকট থেকে একটা বড় অংশ আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে যোগ করা সম্ভব। ফলে দুযোর্গকালীন সময়ও কৃষকদের আয় স্থির থাকবে ও কৃষকগণ তাদের মনোবল ফিরে পাবেন এবং পূর্ণোদ্যমে পুনরায় কৃষি উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারবেন। এতে দেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। সামগ্রিকভাবে কৃষি তথা দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে।

বীমা পলিসি বৃদ্ধির তাৎপর্য

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ডেপুটি ম্যানেজার ও ইনচার্জ (সাভার শাখা)
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

কেস স্টাডি ০১ (কাল্পনিক) ঃ

জনাব পিয়াল সাহেবের অনেক স্বপ্ন ছিল যে, একটি গাড়ি কিনবে। তিনি একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরি করতেন। প্রতি মাসের বেতন হতে কিছু টাকা জমাতেন, যাতে ভবিষ্যতে একটি গাড়ি কিনতে পারেন। এভাবে দীর্ঘদিন টাকা জমানোর পর দেখলেন প্রাইভেট কার কেনার মত তাঁর টাকা হয়ে গেছে। অবশেষে সে তাঁর স্বপ্নের প্রাইভেট কারটি ক্রয় করলেন। তাঁর এক বন্ধু সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে চাকুরি করতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিলেন গাড়িটি বীমা করে রাখার জন্য। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দিলেন না। বেশ কয়েক মাস পর গাড়িটি মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়লো এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো। তখন সাধারণ বীমা বন্ধুটি তাঁকে মনে করিয়ে দিল যে, আজ যদি কর্পোরেশনে গাড়িটি বীমা করা থাকতো, তাহলে তুমি বীমা দাবীর টাকা দিয়ে তোমার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারতে। তখন সে বললো আসলেই বন্ধু সম্পত্তির বীমা পলিসি গ্রহণ করা সবার জন্যই মঙ্গল এবং এটা ব্যক্তিকে চরম ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

কেস স্টাডি ০২ (কাল্পনিক) ঃ

জনাব হীরক সাহেবের একটি কারখানা রয়েছে এবং সেখানে অনেক লোক চাকুরি করে এবং প্রচুর পরিমান পণ্য উৎপাদিত হয়। এই পণ্য তিনি দেশ বিদেশে বিক্রয় করে থাকেন। একদিন তিনি একটি বিজ্ঞাপনে সম্পত্তির বীমা সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তিনি সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের একটি শাখায় যান এবং সেখানকার প্রতিনিধির সাথে তাঁর কারখানার বীমা করার বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে, তাঁর কারখানাটির বীমা করা জরুরী। তিনি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে তাঁর কারখানাটির অগ্নিবীমা পলিসি গ্রহণ করেন। তাঁর কারখানাটি ভালই চলছিল। একদিন হঠাৎ করে দুর্ঘটনাবশত আগুনের সূত্রপাত হয় এবং তাঁর কারখানাটি সম্পূর্ণটা আগুনে পুড়ে যায়। তিনি তখন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে তাৎক্ষণিক বিষয়টি অবহিত করে এবং সকল ডকুমেন্ট জমা দেন। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর দেখা গেলো তাঁর আগুন লাগার বিষয়টি দুর্ঘটনাবশত হয়েছে এবং তাঁর যেহেতু বীমা পলিসি গ্রহণ করা ছিল সেহেতু সে দাবীর টাকা পাবেন। যখন হীরক সাহেব বীমার ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ টাকা পেলেন তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং আবার কারখানা দিয়ে তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে ফেললেন।

কেস স্টাডি ০৩ (কাল্পনিক) ঃ

রুপা ও রাত্রি দুই বোন। তাঁরা দুজনে মিলে তাঁদের জমানো টাকা দিয়ে একটি কুটির শিল্পের দোকান দিলেন। তাঁদের দোকানের বিক্রয় প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। একদিন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা তাঁদের দোকানটি বীমা করার কথা বলেন এবং এটার সুফল বিস্তারিতভাবে বলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা বীমা পলিসি গ্রহণ করলেন না। তাঁদের দোকানের ব্যবসা এতই বৃদ্ধি পেলো যে, তাঁরা প্রচুর পরিমানে পণ্য দোকানে মজুদ করলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের দোকানে আগুন লাগার কারনে ব্যাপক ক্ষতি হলো। পরবর্তীতে তাঁরা বুঝতে পারলো যে, যদি তাঁদের দোকানের বীমা পলিসি করা থাকতো তাহলে ক্ষতিপূরণ পেতেন এবং আবার তাঁদের দোকানটি চালু করতে পারতেন।

অতএব, এদেশের আর্থিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বীমা পলিসি গ্রহণ করা খুবই জরুরী। উন্নত বিশ্বে বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতা সবাই সচেতন এবং তাঁরা নিজ উদ্যোগেই তাঁদের সম্পত্তির বীমা করে থাকেন। বীমা আমাদের জীবনের সহায়ক হিসেবে ভাবতে হবে। চলার পথের বন্ধু হচ্ছে বীমা।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ড্রপ-ডাউন ব্যানার প্রদর্শন।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় আলোক সজ্জায় সজ্জিতকরন।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বক্সগেট স্থাপন।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল ও স্ট্যান্ড ব্যানার প্রদর্শন।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের নীচতলায় সাবীকের নাম ও লোগো প্রিন্টসহ বেলুন দিয়ে সজ্জিতকরণ।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাবীক পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে কর্পোরেশনের বোর্ড কক্ষে কেক কাটা হয়।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষ থেকে কেক কাটা হয়।

১৪ মে ২০২৩ ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৭৩-২০২৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়।